জীবননগরে খেলার সময় প্রাচীর চাপা পড়ে শিশুর মৃত্যু

জীবননগরে খেলার সময় সীমানা প্রাচীরের চাপায় রিফাত হোসেন (৭) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বেলা ১০ টার সময় জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রামের বাজার পাড়ায় এ ঘটনা ঘটেছে।

নিহত রিফাত হোসেন ওই গ্রামের বাজার পাড়ার সন্টু আলীর ছেলে এবং উথলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেনীর ছাত্র।

উথলী ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য জহুরুল হক ঝন্টু জানান, আজ সকাল ১০ টার সময় রিফাতসহ ৬-৭ বন্ধু বাড়ির পাশে খেলছিল। এ সময় বাড়ির পাশের পুরাতন একটা সীমানা প্রাচীর ধ্বসে কয়েকটা ইট রিফাতের মাথায় পড়ে।

এতে রিফাত গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসার এক পর্যায়ে বেলা ১১ টার সময় রিফাতের মৃত্যু হয়।

জীবননগর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল খালেক জানান, বিষয়টি শুনেছি। এ ব্যাপারে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা রেকর্ড করা হবে।

ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী চড়ক পূজা

পাট ঠাকুরের পাটে ধুপ দেয়ার পর মঙ্গলবার মন্দিরে মহাদেব-এর অধিবাসের মধ্য দিয়ে শুরু হয় পূজার আনুষ্ঠানিকতা।

সকাল দশটায় দীঘির পানি থেকে চড়ক গাছ তোলা হয়। ১৩ হাত দৈর্ঘ্যরে শাল গাছটি চড়ক নামে পরিচিত। চড়ক গাছটি মন্দির প্রাঙ্গণের স্থাপনের পর মনোবাসনা পূরণের আশায় সেই গাছে দুধ, তেল, চিনি ঢালেন ভক্ত, অনুসারী ও পুণ্যার্থীরা।

হিন্দু সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে হাজার বছর ধরে চলে আসা এ মেলা সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়। শুধু এপার বাংলা নয়, ওপার বাংলা থেকেও ভক্ত অনুসারীরা আসেন পূজা দিতে।

পূজা দিতে আসা ভক্তরা জানান, আমরা বিশ্বাস করি বাবা মহাদেবের কাছে মানসা করলে সেই মানসা পূরণ হয়। সে কারণে আমরা মহাদেবের মানসা দিতে আসি। বাবা মহাদেবের আশীর্বাদে গোটা বিশ্ব শান্তিতে থাকবে আশা করি।

চাকলা পাড়া মহাদেব মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি উজ্জ্বল বিশ্বাস ও সহ সম্পাদক চন্দন বিশ্বাস জানান, আমরা প্রশাসনের সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে স্বল্প পরিসরে পূজার আনুষ্ঠানিকতা পরিচালনা করছি। এবং সকল ভক্তদের মঙ্গল কামনার জন্য এই পূজা করা হয়।

অবৈধ দাবি না মানায় রেজিস্ট্রাররে বিরুদ্ধে মানবন্ধন ও কলম বিরতি পালন

দামুড়হুদায় অবৈধ দলিল লেখক সমিতি নামক সিন্ডিকেটের কাছে জিন্মি জমির ক্রেতা-বিক্রিতা। সমিতি কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে অবৈধ দাবি মেনে রেজিস্ট্রার কার্যক্রম না চালানোর জন্য দামুড়হুদা উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার নফিজ বিন যামান এর বিরুদ্ধে অবৈধ দলিল লেখক সমিতি উপজেলার সাব রেজিস্ট্রার চত্বরে মানববন্ধন ও কলম বিরতি পালন করেছেন।

মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে এ মানববন্ধন ও কলম বিরত পালন করেন তারা।

তথ্য ও অনুসন্ধান সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন যাবত সমিতির কাছে উপজেলার জমি ক্রেতা-বিক্রিতার রয়েছে অসহায়। দলিল লেখক সমিতি সিন্ডিকেট চক্র ভেঙ্গে ফেলার দাবি জানিয়েছেন উপজেলার সচেতন মহল

সহ জমি ক্রেতা-বিক্রেতারা।

সরকারি ভাবে জমি রেজিস্ট্রার করতে লাখে খরচ হয় ৬ হাজর থেকে ৭ হাজার টাকা। অথচ সমিতি নামক সিন্ডিকেটের দলিল লেখক সমিতি ক্রেতা- বিক্রিতাদেরকে জিন্মি করে লাখে ১০ থেকে ১৬ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও জমি রেজিষ্ট্রির সময় নানা অজুহাতে আরও কিছু অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অজুহাতও পুরাতন।

সমিতি নামক সিন্ডিকেটের কাছে সাধারণ জমি ক্রেতা-বিক্রেতারা জিম্মি হওয়ায় সমিতির নেতৃবৃন্দসহ সদস্যরা বনে গেছে লাখপতি। জমি ক্রয় বিক্রিতে সরকারিভাবে ব্যাংকে চালান করতে ইউনিয়ন পর্যায়ে লাখ প্রতি খরচ নেওয়া নিয়ম রয়েছে সাড়ে ছয় হাজার ও পৌর এলাকায় সাড়ে সাত হাজার টাকা, কিন্তুু এখানে সরকারি কোন নিয়ম মানা হয় না।

এছাড়াও সমিতির সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ব্যাংকে চালান করতে আরো ২ থেকে ৫’শ টাকা বাড়তি আদায় করে নেওয়া হয়ে থাকেন। এছাড়াও প্রতি লাখে যেখানে সর্বোচ্চ রেজিস্ট্রি খরচ সাড়ে আট হাজার টাকা, সেখানে ১০ হাজার থেকে ১৬ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে যা সরকারি নির্দেশনা উপেক্ষা ও নিয়ম বর্হিভূত।

উপজেলা সদর সহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের জমি ক্রেতা বিক্রিতাদের কষ্টের অর্জিত অর্থ জমি ক্রয় বিক্রির সময় হাতিয়ে নিয়ে আসছেন এ দলিল লেখক সমিতি সিন্ডিকেট চক্ররা ।

এসকল অবৈধ অর্থ সমূহ দলিল লেখক সমিতির সদস্যরা সপ্তাহে যা দলিল রেজিষ্ট্রি হয় তা থেকে অর্জিত অতিরিক্ত অর্থ সপ্তাহে একদিন মিটিং করে ভাগপাটোয়ারা করে নিয়ে আসছে।

দামুড়হদা উপজেলরা সদর ইউনিয়ন একজন ভুক্তভোগী নাম প্রকাশ না করার শর্তে এ প্রতিবেদক কে জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে আমি দামুড়হুদা সাব-রেজিষ্ট্রার অফিসের দলিল লেখক সমিতির মাধ্যমে ৩ লাখ টাকার দলিল করে জমি রেজিষ্ট্রি করি। যেখানে সমিতির পক্ষ থেকে আমার কাছ থেকে ৩৫ হাজার টাকা চাওয়া হয়।

আমি সরকারি নিয়মের কথা বলি যে সেখানে তো এতো টাকার কথা বলা নেই। একপর্যায়ে আমার সাথে দলিল লেখকদের কথাকাটাকাটিও হয়। তবুও শেষ পর্যায়ে অনেকটা আমাকে বাধ্য হয়ে অসহায়ের মতো দলিল লেখক সমিতির মাধ্যমে তাদের কে ৩৫ হাজার টাকা দিয়ে জমি রেজিস্ট্রার করতে হয়েছে।

এবিষয়ে জমি ক্রয় বিক্রয়কারী সহ সচেতন মহলের অনেকেই বলেন, যিনি জমি কিনবেন বা বিক্রি করবেন তাদের কাছে অবৈধভাবে বেশি অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার বিষয়টি খুবই দুঃখ জনক ঘটনা। যিনি জমি কিনবেন বা বিক্রি করেন উভয় কষ্টের মধ্যে দিয়ে তারা সমাপ্ত করে থাকেন।

অবৈধ দলিল লেখক সমিতির সিন্ডিকেট চক্র খুবই শক্তিশালী। একজন দলিল লেখক লাখে বেশি চাইলে অন্য এক দলিল লেখকের নিকট জমির রেজিস্ট্রার কার্যক্রম সম্পন্ন করবো সে সুযোগও নাই। বিধায় একজন লাখে ১০-১৬ হাজার বললেও অন্য একজনের কাছে গেলেও খুব বেশি হলেও ৫ ‘শ থেকে ১ হাজার টাকা কম নেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন সমিতি। যে ধরণের সমিতি মানুষের কল্যাণে আসেন না তা থাকার চাইতে না থাকায় ভালো।

ফলে এ ধরনের অবৈধ সিন্ডিকেট চক্র ভেঙ্গে জমি ক্রয় বিক্রয় যাতে সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে পারেন উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষ সে ব্যবস্থা গ্রহণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষ সু ব্যাবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশা করি।

দামুড়হুদা সাব রেজিস্ট্রার এম নফিয বিন যামান এর সাথে কথা বলেন, আমি যোগদানের পর থেকে সমিতির নেতৃবৃন্দ আমাকে বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে দলিল সম্পাদনের জন্য চাপ দিতে থাকে।

আমি এধরণের অন্যায় ও সরকারি নির্দেশনার বাহিরে যেতে পারবো না বা সুযোগ নাই বলে তাদের অবৈধ মতামতে প্রতিবাদ করি। ফলে তারা আমার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করা শুরু করেছে।

আমি একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে সরকারি নির্দেশনার বাহিরে যাবো না বা যাওয়ার কোন সুযোগ নাই।একজন মানুষ তার সম্পদ বিক্রয় করেন অতিব প্রয়োজনীয় কাজে তেমন ভাবে আবার যিনি ক্রয় করেন তিনিও তার কষ্টের অর্জিত উপার্জনের অর্থ থেকে জমি ক্রয় করে থাকেন। ফলে তিনি কেন সরকারি নির্দেশনার বাহিয়ে অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে কেন জমি ক্রয় করবেন।

কুষ্টিয়ায় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের অপেক্ষায় নবনির্মিত শিল্পকলা ভবন

কুষ্টিয়ায় অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত নবনির্মিত জেলা শিল্পকলা একাডেমি ভবন এখন প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

আগামীকাল বুধবার সকাল ১১টায় গণভবন থেকে ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে কুষ্টিয়া-সহ দেশের ৮টি শিল্পকলা একাডেমি ভবন উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণভবন ছাড়াও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন ও নারায়ণগঞ্জ, জামালপুর, মৌলভীবাজার, পাবনা, রংপুর, খুলনা, মানিকগঞ্জ ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতারা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তি ও শিল্পীরা সংযুক্ত থাকবেন।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারন সম্পাদক আজগর আলী, সহসভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলী, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, সহসভাপতি আশরাফ উদ্দিন নজু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম রবি, শাহীন সরকার, জেলা কালচারাল অফিসার সুজন রহমান, সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত থাকবেন।

অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এ শিল্পকলা একাডেমির উদ্বোধন ঘিরে আনন্দে উদ্বেলিত এখানকার শিল্পী-কলাকুশলী ও সংগঠকরা। এখন নির্মাণ কাজ শেষে শুধুই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের অপেক্ষা।

সাংস্কৃতিক চর্চা বিশ্ব দরবারে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করতেই কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমী নির্মাণ করা হয়েছে। সর্বস্তরে সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে দিতে এবং শিল্প ও সাংস্কৃতিক চর্চা

বাড়ানোর জন্যই ২০১৭ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ঢাকার পরেই কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির অবস্থান এটি।

শিল্পকলা একাডেমীতে থাকছে ৩টি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম। এর মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক ফিক্স অডিটোরিয়াম, মাল্টিপারপাস অডিটোরিয়াম এবং এরিনা মঞ্চ। ভবনের বিভিন্ন তলায় শ্রেণি কক্ষ, অফিস কক্ষ, প্রশিক্ষক কক্ষসহ অন্যান্য কক্ষ রয়েছে।

এ ছাড়া সর্বাধুনিক সাউন্ড সিস্টেমসহ নানা সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। বিশাল পরিসরের এই শিল্পকলা একাডেমিতে প্রবেশ করতেই নজর কাড়বে দৃষ্টিনন্দন এই ভবনটি। ভবনটির নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর কয়েকবার পরীক্ষণমূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করা হয়েছে।

জেলা কালচারাল অফিসার সুজন রহমান বলেন, সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়ের অর্থায়নে ৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ শিল্পকলা একাডেমী ২০১৭ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এক একর জায়গার ওপর নির্মিত হবে এই কমপ্লেক্স ভবন। বাংলাদেশের মধ্যে এটিই সেরা অত্যাধুনিক কমপ্লেক্স শিল্পকলা একাডেমী ভবন।

আলমডাঙ্গায় বিএনপির ইফতার পার্টিতে হামলা ও ভাংচুরের অভিযোগ, আহত ২

আলমডাঙ্গা উপজেলায় বিএনপির সম্মেলনে পর ইফতার পার্টিতে হামলা ও ভাংচুরের অভিযোগ উঠেছে আ.লীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। এসময় প্যান্ডেল সহ চেয়ার ভাংচুর করে। আহত হয় বিএনপির দুই নেতা। তাদেরকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেল ৬ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলায় নাগদহ ইউনিয়নের জোড়গাছা গ্রামে ইউপি সদস্য শাহিনের বাগান বাড়িতে এ হামলার ঘটনা

ঘটে।

তবে ইউনিয়ন আ.লীগের দাবি, বিএনপির দু’গ্রুপের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের বিরোধের জের ধরে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। আ.লীগের কোন নেতাকর্মী সেখানে যায়নি।

ইউপি সদস্য ও বিএনপির নেতা শাহিন বলেন, আমার বাগান বাড়িতে নাগদহ ইউনিয়ন বিএনপির সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি গঠনের প্রস্তুতি চলছিল। ইফতারির সময় হলে নেতাকর্মীরা প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় হঠাৎ করেই নাগদহ ইউনিয়ন আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক হায়াত আলীর নেতৃত্বে ২০/৩০ জন আমাদের উপর লাঠিসোঁটা নিয়ে অতর্কিত হামলা চালাই।

ভাংচুর করে প্যান্ডেলসহ একশত এর অধিক চেয়ার টেবিল। আলমগীর হোসেন নামে দুই বিএনপির নেতা আহত হয়। আহত দু’জনকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রায় ৫শ এর অধিক ইফতারির আয়োজন করা হয়েছিল। বেশিরভাগই নষ্ট হয়ে গেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরীফ বলেন, আমি সম্মেলনে পৌছানোর আগেই হামলার ঘটনা ঘটে। পরে আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। আজ নাগদহ ইউনিয়ন বিএনপির সম্মেলনের পর ইফতার পার্টির আয়োজনের সময় ইউনিয়ন আ.লীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালায়। এতে আমাদের দুজন নেতা আহত হয়েছে। ১শ এর অধিক চেয়ার-টেবিল ভাংচুর করে। আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেবো।

তিনি আরও বলেন, জাতীয়তাবাদি বিএনপি বাংলাদেশের নিষিদ্ধ কোন দল না। যত প্রতিবন্ধকতা থাকুক না কেন এই সম্মেলন হবেই। দল পুনর্গঠনের কাজ চলতে থাকবে। কোন বাধা বিঘ্ন দিয়ে কেউ থামাতে পারবেনা।

এ বিষয়ে জানতে নাগদহ ইউনিয়ন আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক হায়াত আলী বলেন, আমাদের কোন নেতাকর্মীরা এ হামলা করেনি। আমার নেতাকর্মীরা ঘটনাস্থলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেও আমি তাদেরকে ফিরিয়ে দিই। মূলত বিএনপি ও যুবদলের মধ্যে গ্রুপিং এর কারণে এ হামলার ঘটনা বলে জেনেছি।

ঘোলদাড়ি ক্যাম্প পুলিশের সহকারী উপ-পরিদর্শক সোহেল রানা বলেন, আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। পুলিশের অনুমতি ছাড়ায় বিএনপির কিছু কর্মীরা সম্মেলন বা মিটিং করছিলেন।

এসময় কয়েকজন দূর্বত্তরা তাদের উপর তাদের উপর হামলা চালিয়ে উচ্ছেদ করে দিয়েছে। কিছু চেয়ার ও টেবিল ভাংচুর করে তারা। আমি উর্দ্ধতন কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছি, তারা জানিয়েছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা থানায় অভিযোগ বা মামলা করলে পুলিশ তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

হিজলবাড়িয়ায় জমির বিরোধ নিয়ে প্রতিপক্ষের হামলায় ৩ জন আহত

গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরো ধের জের ধরে প্রতিপক্ষের হামলায় ৩ জন মারাত্বক আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন-হিজলবাড়ীয়া গ্রামের উত্তরপাড়া মৃত আজাহার মন্ডলের ছেলে আফতাব মন্ডল (৬০), মিলন হোসেনের ছেলে ইমন হোসেন (১৬) ও আফতাব মন্ডলের ছেলে মামুন হোসেন (১৮)।

মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলার হিজলবাড়ীয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকায় হামলার ঘটনা ঘটে। আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

আহত আফতাব মন্ডল জানান, আমার বাবা ও চাচা ইছাহাক আলী বাড়ির জমি জায়গা রেওয়াজ পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রি করেন। বাবা ও চাচা মারা গেলে, চাচাতো ভাই আব্দুল মান্নান (৫০) ও আব্দুল হান্নান (৪৫) এর সাথে ওই জমি রেওয়াজ ভেঙ্গে সমঝোতার কথাও হয়েছিল। পরে তারা সমঝোতার রাজি হয়নি।

ওই জমিতে জোরপূর্বক ঘর নির্মাণ করেছে। এবিষয়ে তাদের নিষেধ করতে গেলে তারা আমাদের উপর হামলা করে। এঘটনায় উভয়পক্ষ মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

শেখ হাসিনার উন্নয়ন ও পজেটিভ নিউজগুলোকে তুলে ধরার জন্য সাংবাদিকদের প্রতি অনুরোধ

মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেছেন, সাংবাদিকতা একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশা। সকল বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করে একে অপরের দিকে তাকিয়ে সব মিলিয়ে সংবাদ পরিবেশন করে থাকেন আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা।

সাংবাদিক সমাজ অনেক সময় অকট্য গালমন্দ শুনেও চরম সত্যটিকে জাতীর সামনে তুলে ধরেন। আমি আমার সকল কাজের ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগীতা পেয়েছি। সাংবাদিকদের এ সহযোগীতা ভবিষ্যতে আরো বেশী করে পেতে চাই।

মঙ্গলবার গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাব আয়োজিত ইফতার ও দোয়ার মাহফিলের ইফতার পূর্ব সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার পূর্ব আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সদ্য বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, সদ্য বিদায়ী সাংগাঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম ও মনিরুজ্জামান মনি মাস্টার, গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম, গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা মনিরুজ্জামান আতু, গাংনী পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম।
মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি আরো বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরে সারা দেশে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে।

শেখ হাসিনার উন্নয়ন ও পজেটিভ নিউজগুলোকে তুলে ধরার জন্য সাংবাদিকদের অনুরোধ জানান তিনি। এছাড়া গাংনীর উন্নয়নের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে এমপি খোকন বলেন, এ উপজেলার রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট, স্কুল কলেজের নতুন নতুন ভবন নির্মাণ, মসজিদ মাদ্রাসাসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন বলতে যা কিছু বোঝাই সব চলমান রয়েছে।

উপজেলায় একটি স্টেডিয়ামের জন্য ইতোমধ্যে টেন্ডার হয়ে গেছে। ভাটপাড়া নীলকুঠি ডিসি ইকোপার্কটি নতুন করে উন্নয়ন দিয়ে সাজানো হচ্ছে। ভাটপাড়া বাজারে নতুন মার্কেট নির্মাণ হয়েছে।

এছাড়া নদী নালা, খাল বীলগুলো নতুন করে কাটা অব্যাহত রয়েছে। স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষার অনুকুল পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

সব মিলিয়ে একটা শান্তি ও নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে গাংনীর মানুষ বসবাস করছেন। অথচ, এই গাংনীতে এক সময়ে সন্ধ্যে হলে বোমার বিস্ফোরণ ও বোমা হামলার আতংকে জীবন কাটতো মানুষের। সেই যায়গায় আজকে শান্তির সুবাতাস বইছে।

এমপি খোকন বলেন, প্রতিটি কর্মই মানুষের জীবনে অত্যন্ত কষ্টকর। সেটি বাস্তবায়ন করা আরো কঠিন।

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কাননের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান পাভেল, সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল কাশেম অনুরাগী, সিনিয়র সাংবাদিক হারুন অর রশিদ রবি, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সহ সভাপতি সাহাজুল ইসলাম সাজু ও সিনিয়র সাংবাদিক এম এ লিংকন।

ইফতার পূর্ব আলোচনা শেষে রমজানের ফজিলত ও দেশ জাতীর কল্যাণে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি।

এসময় শ্রমিক নেতা মনিরুজ্জামান মনি, মোতলেব হোসেনসহ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গত ১০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের সহযোগীতায় আমি আবারো দ্বিতীয় বারের মত গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছি। এজন্য আওয়ামী লীগের সকল স্তুরের নেতা কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন।

ভেড়ামারায় জিকে সেচ প্রকল্পের খালে প্রকৌশলীর লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার গঙ্গা-কপোতাক্ষ (জিকে) সেচ প্রকল্পের প্রধান খাল থেকে গোলাম সরোয়ার মিঠুন (৩৫) নামের এক প্রকৌশলীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে জিকে সেচ প্রকল্পের প্রধান খালের ভেড়ামারা ষোলদাগস্থ স্থান থেকে এ মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
মিঠুন ভেড়ামারা উপজেলার মহারাজপুর গ্রামের গোলাম রব্বানীর ছেলে। তিনি একজন বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তবে পরিবারের দাবি, কিছুদিন ধরে তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন।

পরিবারের বরাত দিয়ে ভেড়ামারা থানার ওসি (তদন্ত) নান্নু খান জানান, বিকেলে স্থানীয়রা সেচ খালের পানিতে মরদেহটি দেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মিঠুন নামের ওই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে। তার পরিবারের ভাষ্যমতে, কিছুদিন ধরে তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। মানসিক হাসপাতালসহ বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা করা হয়। গত দুইদিন ধরে বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিলেন মিঠুন।

লালন শাহ সেতুর নিকট যাত্রী ছাউনী জামে মসজিদের ইমাম আব্দুর রশিদ জানান, গত দুইদিন ধরে মিঠুন উক্ত মসজিদে অবস্থান করছিল। মঙ্গলবার যোহরের নামাজের পর জিকে ক্যানালের ১ নং ব্রিজের কাছে গোসল করতে যায়। পরে মরদেহ ভেসে উঠে।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত সুলিশ সুপার (ভেড়ামারা-দৌলতপুর সার্কেল) ইয়াসির আরাফাত জানান, খালে গোসল করতে গিয়ে হয়তো ডুবে মারা গিয়েছে। তার মানসিক সমস্যা ছিল এবং সাঁতার জানতো না বলে জানা গেছে।

কুষ্টিয়ায় জিয়াউর রহমানের ম্যুরালে কালি, পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদের সামনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাশে থাকা জিয়াউর রহমানের ম্যুরাল অপসারণ করার দাবি উঠেছে।

এই দাবিতে জিয়াউর রহমানের ছবিতে কালো কালি দিয়ে ক্রস চিহ্ন এঁকে দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ। তারা জিয়াউর রহমানের ম্যুরাল অপসারণের দাবিতে মানববন্ধনও করেছে। উল্টোদিকে জিয়াউর রহমানকে অসম্মান করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রদল।

জানা গেছে, ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বিএনপি জোট সরকারের আমলে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদের সামনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পাশে জিয়াউর রহমানের ম্যুরাল নির্মাণ করা হয়।

প্রায় দেড় যুগ পর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর গত রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ কুষ্টিয়া জেলা শাখার কর্মীরা জিয়াউর রহমানের ম্যুরালে (ছবিতে) ক্রস কালো চিহ্ন দিয়ে দেয়।

এ ছাড়া গত সোমবার দুপুর ১২টায় কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডে বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটের সামনে তারা মানববন্ধন করে। এখানে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি হাসিবুর রহমান রিজু, কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি নজরুল ইসলাম প্রধান, সাধারণ সম্পাদক আরিফুজ্জামান খান বক্তব্য দেন।

ঘণ্টাব্যাপী চলা মানববন্ধন থেকে জিয়াউর রহমানের ম্যুরাল অপসারণে ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেওয়া হয়। না হলে আরও কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দেন নেতাকর্মীরা।

পরে একই দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন তারা। এদিকে জিয়াউর রহমানকে অসম্মান করার প্রতিবাদে সোমবার সন্ধ্যার পর কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডে কুষ্টিয়া জেলা ও শহর ছাত্রদল বিক্ষোভ মিছিল বের করে। জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মোজাক্কির রহমান রাব্বী

ও সদস্য সচিব খন্দকার নিশাদ মিছিলে নেতৃত্ব দেন।

জিয়াউর রহমানের ছবিতে কালো কালি দিয়ে অবমাননা করার প্রতিবাদে মশাল মিছিল হয়েছে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর এবং প্রতিবাদ হয়েছে ভেড়ামারাতেও।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া-২ (ভেড়ামারা-মিরপুর) আসনের সংসদ সদস্য জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলেন, অনেক স্থানে এমন ভুল ভ্রান্তি রয়েছে। সেগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ভেড়ামারার বিষয়টিও আমরা দেখব।

কুষ্টিয়ায় সেমাই তৈরিতে ব্যস্ত শ্রমিকরা

ঈদের মত মহোৎসবে সেমাইয়ের যেন বিকল্প নেই। দেশের বিভিন্ন স্থানে সেমাই তৈরি হলেও কুষ্টিয়া এর জন্য সুখ্যাত। আসন্ন ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে তাই মহাব্যস্ত স্থানীয় সেমাই কারখানাগুলোর শ্রমিকরা।

কুষ্টিয়ার বিভিন্ন সেমাই কারখানা ঘুরে দেখা গেছে, ময়দা মাখানো, মেশিনের মাধ্যমে মিশ্রণ তৈরি করা, অতঃপর সেমাই তৈরি করে রোদে শুকানোর কাজে ব্যস্ত শ্রমিকরা। ঈদ যতই কাছে আসছে, তাদের ব্যস্ততা যেন ততই বাড়ছে। সময়মত সেমাই সরবরাহ করতে হবে তাদের।

কুষ্টিয়ার সাদা সেমাইয়ের ব্যাপক চাহিদা থাকায় বিভিন্ন জেলায় বিক্রি হয়। রমজান মাস যত শেষ হয়ে যাচ্ছে ততই এই সেমাই বিক্রির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। সেমাই বেচাকেনা নিয়ে পাইকারি ব্যবসায়ীরাও আড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

কুষ্টিয়ার বিখ্যাত সাদা সেমাই ঈদ উপলক্ষে বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে। দম ফেলানোর যেন ফুরসত নেই শ্রমিকদের। উন্নতমানের সেমাই তৈরির চ্যালেঞ্জ রয়েছে তাদের।

তবে, অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে সেমাই তৈরির অভিযোগ আছে অনেক কারখানার বিরুদ্ধে। এমনকি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড

টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) অনুমোদন না থাকারও অভিযোগ পাওয়া গেছে অনেকগুলো কারখানার বিরুদ্ধে।

জেলাটিতে ১৭টি সেমাই কারখানা রয়েছে। এসব কারখানায় কোনো কেমিক্যাল ব্যবহার না করেই স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সেমাই তৈরি করা হচ্ছে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের।

তবে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, শহরের অলিগলিতে অস্থায়ী কারখানায় দিনরাত চলছে সেমাই তৈরির কাজ। বেশি মুনাফার আশায় নোংরা ও অপরিষ্কার কারখানায় কারিগররাও অপরিচ্ছন্নভাবে কাজ করছেন। তাছাড়া খোলা স্থানে শুকানো হচ্ছে সেমাই। যেখানে কাক বা অন্য পাখির অবাধ বিচরণ রয়েছে।

কুষ্টিয়া খাদ্য শিল্প মালিক সমিতির সাধারণ বিল্লাল হোসেন বলেন, জেলার চাহিদা মিটিয়ে এখানকার সেমাই আশপাশের জেলাগুলোতেও সরবরাহ করা হয়ে থাকে। প্রতিদিন দুই থেকে তিনশ’ মণ সেমাই উৎপাদন করা হচ্ছে। এখন আবহাওয়া ভালো থাকলেও মাঝে মাঝে বৃষ্টির কারণে উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে। এদিকে কুষ্টিয়ার সেমাই কারখানাগুলোতে নোংরা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে তৈরি সেমাই কতটা স্বাস্থ্যসম্মত সেটাই দেখার বিষয়।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম জানান, পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে যাতে জেলার কোথাও ভেজাল খাদ্য বিক্রি বা দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি না হয় সে দিকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর নজরদারী করা হচ্ছে। সেমাই কারখানাগুলোতে শীঘ্রই অভিযান শুরু হবে।